করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১৩

(১)এই তৃতীয় বারের মতো আমি তোমাদের কাছে আসছি। "অবশ্যই দুই বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যে কোনো অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে।"

(২)দ্বিতীয় বার যখন আমি তোমাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন যারা আগে গুনাহ করেছিলো, তাদের এবং অন্যান্য সবাইকে আমি যেভাবে সাবধান করে দিয়েছিলাম, এখন উপস্থিত না থেকেও তেমনি তাদের সাবধান করে দিচ্ছি- আমি যদি আবার আসি, আমি কিন্তু ক্ষমা করবো না; (৩)কারণ মসিহ যে আমার মধ্য দিয়ে কথা বলছেন, তোমরা তার প্রমাণ চাইছো। তোমাদের ব্যাপারে তিনি দুর্বল নন, বরং তোমাদের মাঝে তিনি শক্তিশালী।

(৪)দুর্বল অবস্থায় তিনি সলিববিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আল্লাহর শক্তিতে তিনি জীবিত আছেন। আমরা তাঁর প্রতি দুর্বল হয়েছি, কিন্তু তোমাদের জন্য আল্লাহর শক্তিতে তাঁর সংগে আমরা জীবিত থাকবো।

(৫)তোমরা নিজেদেরকে পরীক্ষা করে দেখো, তোমরা ইমানে স্থির আছো কি-না। নিজেদেরকে যাচাই করে দেখো। হযরত ইসা মসিহ যে তোমাদের মধ্যে আছেন, তা কি তোমরা বোঝো না? যদি না তোমরা পরীক্ষায় ব্যর্থ হও। (৬)আমি আশা করি, তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমরা ব্যর্থ হইনি।

(৭)কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি, যেন তোমরা কোনো অন্যায় না করো- আমাদেরকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখানোর জন্য নয়, বরং আমাদেরকে ব্যর্থ দেখালেও যা সঠিক তোমরা যেন তা-ই করো।

(৮)সত্যের বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না কিন্তু সত্যের পক্ষে সবই করতে পারি। (৯)আসলে আমরা যখন দুর্বল এবং তোমরা সবল, তখন আমরা আনন্দ করি। এজন্যই আমরা মোনাজাত করি, যেন তোমরা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারো।

(১০)সুতরাং, তোমাদের থেকে দূরে থাকতেই আমি এসব লিখছি, যেন ধ্বংসের জন্য নয় বরং গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ আমাকে যে অধিকার দিয়েছেন, তোমাদের কাছে এসে আমাকে তা কঠোর হাতে ব্যবহার করতে না হয়।

[১১]অবশেষে বলছি, ভাইয়েরা ও বোনেরা, এবার বিদায় নিচ্ছি। শৃঙ্খলা বজায় রাখো, আমার আবেদন শোন, একে অন্যের সাথে ঐক্যমতে পৌঁছাও, শান্তিতে থাকো, তাহলে মহব্বত ও শান্তির আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হবেন।

[১২]পবিত্র চুমু দ্বারা একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ো। সমস্ত মুমিনরাও তোমাদের সালাম জানাচ্ছেন।

[১৩]হযরত ইসা মসিহের অনুগ্রহ, আল্লাহর মহব্বত এবং আল্লাহর রুহের সাহচর্য তোমাদের সকলের সঙ্গী হোক।